দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 26 JAN 2008 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

বাউফলে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ লাখ লাখ টাকা লুট করা হচ্ছে যেভাবে

বাউফল : এই নবনির্মিত বড় ডালিমা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনটিকে ক্ষতিগ্রস্ত উল্লেখ করে অর্থ বরাদ্দ নেয়া হয় —জনকণ্ঠ

বাউফল, পটুয়াখালী, ২৫ জানুয়ারি, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ সিডর আক্রান্ত বাউফলে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ লাখ লাখ টাকা হরিলুট হয়ে যাচ্ছে। সিডরে আদৌ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এমন সব স্কুলের নামে টাকা বরাদ্দ নিয়ে হরিলুট করা হচ্ছে। সরকার বাউফলে এক শ' ৮০টি সরকারী ও বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য এক কোটি ২১ লাখ ৪২ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। স্থানীয় শিক্ষা অফিস এর মধ্যে ৪টি স্কুলকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও এক শ' ৭৬টি স্কুলকে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত দেখিয়ে এসব টাকা উত্তোলন করে নিয়েছে। অথচ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সিডরে আদৌ ক্ষতি হয়নি। দেয়ালে চুনকাম ও নামমাত্র কাজ করে সিংহভাগ টাকা আত্মসাত করা হয়।

সরজমিনে দেখা গেছে, চর ডালিমা সরকারী প্রাইমারী স্কুলটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত দেখিয়ে ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ নেয়া হয়েছে। অথচ বিদ্যালয়টির কোন ক্ষতি হয়নি বরং ২৭ লাখ টাকা ব্যয়ে এখানে কয়েকদিন আগে নির্মাণ করা হয়েছে। এ স্কুলের একটি দ্বিতল ভবন। ঐ স্কুলের সভাপতি পুরনো আধা-পাকা স্কুলে নামমাত্র চুনকাম করে বাকি টাকা পকেট করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। দক্ষিণ চর ওয়ার্ডের রেজিঃ প্রাইমারী স্কুলটি সিডরে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত দেখিয়ে ২ লাখ টাকা নেয়া হয়েছে। অথচ যেমন স্কুল তেমনই আছে। কালাইয়া বনির্ভর রেজিঃ প্রাইমারী স্কুলটি টিনশেড ভবনটির আংশিক ক্ষতি দেখিয়ে নেয়া হয়েছে ৫০ হাজার টাকা। অথচ ঐ স্কুলে কোন টিনশেড ভবন নেই। একটি মাত্র ভবন তাও আবার পাকা। কালাইয়া কোড়পাড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২টি পাকা ও ১টি সেমিপাকা ভবনের কোন ক্ষয়ক্ষতি না হলেও ওই স্কুলে দেয়া হয়েছে এক লাখ ৫০ হাজার টাকা। আলী আকবর আদর্শ রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩টি পাকা ভবন যেমন ছিল তেমনি আছে, অথচ সেখানে দেয়া হয়েছে ৩০ হাজার টাকা। প্রায় সব ক'টি স্কুলেরই অবস্থা একই রকম বরাদ্দ নেয়া ওই সব স্কুলের তেমন কাজ চোখে পড়েনি। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতরের খাই খরচ বাবদ শতকরা ১০ ভাগ উৎকোচ ধার্য করে আদায় করা হয়েছে। তাই ক্ষতি হয়নি এমন সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আবার স্থানীয় শিক্ষা অফিস বরাদ্দ টাকা থেকে ৫শ' টাকা মূল্যের একটি সাইনবোর্ড দিয়ে আদায় করে নিয়েছেন ১৩ শ' টাকা করে। এ ব্যাপারে উপজেলা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা অফিসার মাহতাব হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, কোন অনিয়ম করার সুযোগ নেই। বরাদ্দ টাকা দিয়ে শতভাগ কাজ করা হবে।